ঝিনাইদহ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আহত ১৩

ঝিনাইদহ-৪ আসনে নির্বাচন পরবর্তী পৃথক তিনটি সহিংসতায় কমপক্ষে ১৩ জন আহত হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যলয় ভাংচুর ও অগ্নীসংযোগ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব হামলা ও পাল্টা হামলা ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নীমতলা বাসষ্ট্যান্ডের বাজার রোডে অবস্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী কার্যালয়ে হামলা করে ব্যপক ভাংচুর করা হয়। এসময় খোকন, ইভন ও জবেদ আলী নামে তিন বিএনপি নেতাকে পিটিয়ে জখম করে।

আহত জবেদ আলীকে যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জবেদ আলী কালীগঞ্জ পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

একই সময় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের ভিটশ্বর গ্রামের ধানের শীষের সমর্থকরা কাপপিরিচের সমর্থকদের উপর হামলা করে। এঘটনায় আকরাম হোসেন, ফজলুর রহমান, ফারুক হোসেন, নজরুল ইসলাম ও জাফর উদ্দীন নামে পাঁচজন জখম হয়। এরমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপরদিকে একই ইউনিয়নের খড়াশুনি গ্রামে কাপপিরিচের সমর্থক কওসার বিশ্বাসের উপর হামলা করে আহত করে ধানের শীষের সমর্থকরা।

এর আগে সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা বাজারের খালকুলা গ্রামে ধানের শীষ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ধানের শীষের সমর্থক রবিউল শেখ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক কাপপিরিচ প্রতিকের মোশারেফ শেখ ও ইব্রাহিম শেখ আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহের মহেশপুরে দুর্বৃত্তরা প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয় ভাঙচুরর ও লুটপাট করে। এদিন রাত ৯ টার দিকে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের পাশেই অবস্থিত প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয়ে এ হামলা চালানো হয়।

এসব ঘটনায় কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। হামলার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে ৪টি আসনের ১টিতে বিএনপি ও বাকী ৩টিতে জামায়াত বিজয়ী

ঝিনাইদহে ৪টি সংসদীয় আসনের ১টিতে বিএনপি’র ধানের শীষ এবং বাকী ৩টি তে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা বিজয়ী হয়েছে।

ঝিনাইদহ-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মোঃ আসাদুজ্জামান পেয়েছেন ১লাখ ৭১হাজার ৫শ’৯৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর দাড়িপাল্লা প্রতীকের এস এম মতিউর রহমান পেয়েছেন ৫৫হাজার ৫শ’৭৭ ভোট। এই আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ১লাখ ১৬হাজার ২১ ভোটে বিজয়ী হয়েছে। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩লাখ ২৫ হাজার ২শ’৭৮ জন।

ঝিনাইদহ-২ (ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আসনের ১৮৫টি কেন্দ্রের সর্বশেষ ফলাফলে জামায়াতের আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১লাখ ৯৩ হাজার ৬শ’৩৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের আব্দুল মজিদ পেয়েছেন ১লাখ ৭৫হাজার ৬৭ ভোট।

এই আসনে মোট ৫লাখ ৬হাজার ৬শ’৩২ ভোট এর মধ্যে পুরুষ ভোট রয়েছে ১লাখ ৬৪ হাজার ৭শ৭৮ ভোট এবং মহিলা ভোটার রয়েছে ১লাখ ৬৭ হাজার ৮শ’৯৭ ভোট।

ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর- মহেশপুর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী মোঃ মতিউর রহমান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১লাখ ৭২ হাজার ৪শ’৩২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকের মেহেদী হাসান রনি পেয়েছেন ১লাখ ৪৮হাজার ৮২ ভোট। এই

আসনে মোট কেন্দ্র ছিল ১৬৬টি এবং মোট ভোটার ৪লাখ ৩১হাজার ১৫ জন।

ঝিনাইদহ-৪ (সদরের আংশিক এবং কালীগঞ্জ) আসনের জামায়াতের প্রাথী মাও: আবু তালেব দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১লাখ ৪ হাজার ৩১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ সাইফুল ইসলাম ফিরোজ পেয়েছেন ৭৫হাজার ৭শ’৫০ ভোট এবং ধানের শীষের রাশেদ খান পেয়েছেন ৫৫ হাজার ৬শ’৭০ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩লাখ ৩৩ হাজার ৪শ’৬১ ভোট।

ঝিনাইদহে ভোট বন্ধ ২০ মিনিট, সহকারী প্রিজাইডিং অব্যহতি

ঝিনাইদহ-৪ আসনের কালীগঞ্জ উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ব্যালটের মুড়ি বইয়ে একাধিক টিপসই নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই কেন্দ্রের সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সম্মিলনি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী সাইফুল ইসলামকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় ওই কেন্দ্রের পুরুষ বুথের ভোটগ্রহণ ২০ মিনিট বন্ধ ছিল। পরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রিমা ইসলাম কেন্দ্রে এসে ভোটগ্রহণ শুরু করেন। এই কেন্দ্রে ৪টি গ্রামের ৩ হাজার ২৮৯ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুরুল আলম।

ভোটার রসুল আমিন অভিযোগ করেন, তিনি ভোট দিতে গেলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট দেওয়ার সময় ৪/৫টি ব্যালটের মুড়ি বইয়ে টিপ সই করিয়ে নেয়। এতে তার সন্দেহ হলে তিনি বিষয়টি কেন্দ্রের

প্রিজাইডিং অফিসারকে জানান। এর আগে আরো ২/৩ জনের কাছ থেকে এভাবে টিপ সই নিয়েছেন। তিনি ওই অফিসারকে প্রত্যাহার ও আইনগত ব্যবস্থা দাবি করেন।

কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুরুল আলম বলেন, প্রায় ২০ মিনিট পুরুষ বুথের ভোট বন্ধ ছিল। এরপর স্বাভাবিক হয়েছে।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রিমা ইসলাম জানান, অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় সহকারী ওই প্রিজাইডিং অফিসারকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে ভোটকেন্দ্রগুলোতে উপচে পড়া ভিড়

শুরু হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। ভোট শুরুর আগেই কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন ভোটাররা। কেন্দ্রের বাইরে দেখা দিয়েছে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্তর্ভুক্ত নারিকেলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঘুরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইনে উপস্থিতির এমন চিত্র দেখা গেছে।

নারিকেলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা গৃহিণী মরিয়ম আক্তার বলেন, ফজরের নামাজ পড়েই এসে ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছি। আমার দুটো ছেলে-মেয়ে আছে, ওরা বাসায় ঘুমাচ্ছে। ভেবেছিলাম খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে ভোট দিয়ে বাসায় চলে যেতে পারব। কিন্তু এসে যে দীর্ঘ লাইন দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে ভোট দিতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে।

এই আসনে বিএনপি জোট থেকে ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোঃ রাশেদ খান, দশ দলীয় জামায়াত জোট থেকে মনোনীত প্রার্থী আবু তালেব লড়ছেন ‘দাঁড়িপাল্লা ’ প্রতীকে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আলোচিত সাইফুল ইসলাম ফিরোজ কাপ

পিরিচ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের একটি কেন্দ্রের ২ এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ, প্রিজাইডিং অফিসার বদল

ঝিনাইদহ-৪ আসনের (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) সলিমুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে দাড়িপাল্লা ও ধানের শীষ প্রতিকের ২এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার রাত ৮ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫ নং ভোট কেন্দ্র সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

এ কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী জেসমিন আরা।

উদ্ধারকৃত রেজাল্ট শিটে ওমর ফারুক দাড়িপাল্লা প্রতীকের পোলিং এজেন্ট হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানিয়েছে জামায়াতের নির্বাচনী পরিচালক মাওলানা ওলিউর রহমান। একই সঙ্গে জিল্লুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকের পোলিং এজেন্ট ছিলেন বলেও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা জানান, খবর পেয়ে কেন্দ্রে এসে পোলিং এজেন্ট স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ করা হয়েছে এবং সেগুলো ছিড়ে ফেলে নতুন রেজাল্ট শীট তৈরি করার জন্য বলা হয়েছে। তিনি আরও জানান, দাড়িপাল্লা ও ধানের শীষ প্রতিকের ২ পোলিং এজেন্ট ২৩টি রেজাল্ট শীটে স্বাক্ষর করেছিল। এছাড়া প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব থাকা জেসমিন আরা’কে বদল করে নতুন প্রিজাইডিং হয়েছে ।

এ ঘটনার পর থেকে কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিজওয়ানা

নাহিদ।

ঝিনাইদহে ভোট কেন্দ্রে পাঠানো হলো নির্বাচনী মালামাল

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে ৫’শ ৮৮টি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনী মালামাল। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে জেলার ৬টি উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসারের হাতে ব্যালট পেপারসহ বাকি উপকরণ বুঝে দেওয়া হয়।

ব্যালট পেপার, বাক্স, অমোচনীয় কালি, মার্কার ছিলসহ অন্যান্য সামগ্রী পুলিশি নিরাপত্তায় প্রতিটি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলায় ৪টি আসনে ভোট কেন্দ্র আছে ৫’শ ৮৮টি। এর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২’শ ৩৭ টি। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ৩’শ ৯৩ জন। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে মোট ২১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ জানান, ভোট গ্রহন নিরাপদ ও সুষ্টু করার জন্য জেলার ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১১ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে রয়েছেন ৭ হাজার ৬’শ ৪৪ জন আনসার সদস্য, ১ হাজার ৬’শ ৪৪ জন পুলিশ সদস্য, ১ হাজার ২৯ জন সেনাবাহিনীর সদস্য, র্যাবের ৪৮ জন সদস্য, বিজিবির ২’শ ২২ জন সদস্য। এছাড়া ১২ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্ট্রাইকিং ফোর্স দায়িত্ব পালন করবেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী অফিস ও দোকান ভাংচুরের ঘটনায় ৫ জনকে সাজা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অফিস-দোকান , বাইক ভাংচুরের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে ৫ জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে। চলমান অনাকাঙ্খিত ঘটনায় সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ভোটাররা।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন ঝিনাইদহ নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাহিদ আলম অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাজার রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন- মুন্না হোসেন, কাজল হোসেন, বিপ্লব, ফয়সাল হোসেন ও শাওন হোসেন।

নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) কালীগঞ্জ উপজেলার বাবরা গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাপ-পিরিচ প্রতীকের একজন সমর্থকের দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার একদিন পর গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে কালীগঞ্জ পৌরসভার ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনি অফিস দুটি ভাঙচুর করা হয়। পৃথক দুটি ঘটনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরে সরজমিনে তদন্ত ও শুনানি শেষে দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্ত বিল্পব ও ফয়সাল হোসেন নামে দুজনকে ৬ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে ৭ দিনের কারাদন্ড প্রদান করেন।

এছাড়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড হেলাই গ্রামে নির্বাচনি অফিস ভাঙচুরের সাথে জড়িত থাকায় শাওন হোসেন ও মুন্না হোসেন নামে দুজনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৭ দিনের কারাদন্ড দেন ম্যাজিস্ট্রেটের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫

নম্বর ওয়াার্ডের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনি অফিস

ভাঙচুরের ঘটনায় শাওন হোসেন, মুন্না ও কাজল হোসেন উভয়কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৪ দিনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে র্যাবের বিশেষ নির্বাচনী মহড়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঝিনাইদহে নিরাপত্তা জোরদারে র্যাব-৬ মহড়া চালিয়েছে ।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঝিনাইদহ র্যাব-৬, সিপিসি-২ ক্যাম্পের সামনে থেকে বিশেষ এই টহল শুরু হয়। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল হয়ে, পোস্ট অফিস মোড়, পায়রা চত্বর ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে দিয়ে চাকলাপাড়া প্রদক্ষিণসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় র্যাবের সদস্যরা টহল, তল্লাশি এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করেন।

নির্বাচনকালীন সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এ মহড়া বলে জানায় র্যাব।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদি ইমরান সিদ্দিকী জানান, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে তাদের নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে ও পরে যেকোনো নাশকতা বা সহিংসতার বিরুদ্ধে তারা কঠোর অবস্থানে থাকবে।

ঝিনাইদহে একটিতে বিএনপি এগিয়ে; বাকি তিনটিতে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে।

নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার আর মাত্র ৪দিন বাকী। ধানের ক্ষেত থেকে শুরু করে মসজিদের আঙ্গিনা পর্যন্ত চলছে জয়-পরাজয়ে হিসাব নিকাশ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই আলোচনা।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না থাকলেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১০দলীয় রাজনৈতিক জোট এবং জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১দলীয় জোটসহ মোট ৩০টির মত দল নির্বাচনে অংশ গ্রহন করছে। তবে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে চলছে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতার লড়াই ।

ঝিনাইদহ ৪টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনটি আওয়ামী লীগের অধ্যষিত আসন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই আসনে বাম রাজনৈতিক দল বিশেষ করে জাসদের ব্যাপক অবস্থান ছিলো। পরবর্তীতে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন এই আসনটিতে ক্ষমতায় ছিল। এই আসনে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা খুব একটি শক্তিশালী ছিলনা। ৫ আগষ্টের পরে জামায়াত সাংগঠনিক ভাবে ফিরে এসে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাই ফলে বিএনপির পাশাপাশি এই আসনটিতে নতুন করে চোখ রাঙ্গাচ্ছে জামায়াত।

এই আসনে ৫জন প্রার্থীর মধ্যে বিএনপি মনোনীত অ্যাড. আসাদুজ্জামানের ধানের শীষ প্রতীক জয়ের ব্যাপারে এগিয়ে রাখলেও মূল লড়াই হবে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এস এম মতিউর রহমানের দাড়িপাল্লা প্রতীকের সাথে। এই আসনে মোট ভোটার রয়েছে ৩২৫২৭৮ জন।

ঝিনাইদহ-২(ঝিনাইদহ সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ

আসন। গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র এমপিদের দখলে থাকলেও তার আগের ১৫বছর বিএনপির প্রয়াত সাংসদ মশিউর রহমানের দখলে ছিল আসনটি। এই আসনে অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন এই বিএনপির প্রয়াত সাংসদ। তবে আসনটিতে জামায়াতের এমপি হওয়ারো নজির রয়েছে। দুই উপজেলার ২১টি ইউনিয়ন এবং ২টি পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ৫লাখ ৫শ আট জন। এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদ। তিনি সাবেক ছাত্রনেতা, ইউনিয়নের একাধীক বারের চেয়ারম্যান ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। ফলে তার রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি। মাঠে প্রচার-প্রচারণায় এগিয়ে আছেন বিএনপির এই প্রার্থী।

বিপরিত দিকে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী একটি বেসরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপক আলী আজম মোঃ আবু বকর ক্লিন ইমেজের মানুষ রয়েছে শক্ত অবস্থানে। আসনটিতে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা অনেক ভাল তাছাড়া ২৪শে’র আন্দোলন পরবর্তী চাঁদাবাজী এবং লুটতরাজের বিরুদ্ধে দলীয় ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কারণে সাধারণ ভোটারদের কাছে তার ভাল অবস্থান রয়েছে বলে ধারণা করছেন সাধারণ ভোটাররা। নির্বাচনে যে কোনো দলে অল্প ভোটের ব্যাবধানে জয়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই আসনে মোট ৬জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন এর মধ্যে ধানের শীষ এবং দাড়িপাল্লার মধ্যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি।

ঝিনাইদহ-৩ (কোঁটচাদপুর-মহেশপুর) এই আসনে জামায়াতের সাথে বিএনপির ছিল সুদীর্ঘ সম্পকর্, আওয়ামী লীগ পতনের পর ক্ষমতার ভাগাভাগি ও নির্বাচণী বৈতরণী পার হতে দুদলের সম্পর্ক এখন সাপে নেওলে। আসনটিতে জামায়াতের প্রার্থীকে একটু এগিয়ে রাখলেও বিএনপি তা মানতে নারাজ, কারণ এই আসনটিতে রয়েছে বিএনপির পুরাতন ইতিহাস ও বারবার পাশ করার রেকর্ড।

আজকে যিনি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মেহেদী হাসান রনি, তিনি হলেন সাবেক দুই বারের এমপি প্রয়াত শহিদুল ইসলাম মাস্টারের ছেলে। তিনি বাবার দেখানো পথ এবং নেতা কর্মীদের একসাথে নিয়ে নির্বাচন মোকাবেলা করছেন, তিনি আশাবাদী ঝিনাইদহ-৩ আসনটি তিনি পূনরায় উদ্ধার করে তারেক জিয়াকে উপহার দিবেন। এদিকে এই আসনটি নিয়ে জামায়াতের নিশ্চিত জয় আশা করছেন দলের নেতা কর্মীরা। এই আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হলেন, কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য অধ্যাপক মতিয়ার রহমান। তিনি একজন ভাল বক্তা এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি।

তিনি আশা করেন, এলাকার উন্নয়ন ও মানুষে মানুষে সু সম্পর্ক বজায় রাখতে জামায়াতে ইসলামের বিকল্প নেই। এই আসন ২টি উপজেলা নিয়ে গঠিত কোঁটচাঁদপুর এবং মহেশপুর। মোট ভোটার ৪লাখ একত্রিশ হাজার পনের জন।

এরমধ্যে কোটচাঁদপুরে মোট ভোটার ১লক্ষ আঠাশ হাজার এবং মহেশপুরে মোট ভোটার ৩ লাখ ২হাজার ১শ চৌষট্টি জন।

জামায়াত প্রার্থীর বাড়ি কোটচাঁদপুরে এবং বিএনপির প্রার্থীর বাড়ি মহেশপুরে হওয়ায় কিছু ভোটার আঞ্চলিক অবস্থানের কথা কথাও বিবেচনা করছেন। তবে তেমনটি হলে জামায়াতের প্রার্থী কিছুটা সংকটে পড়বে। সব মিলে আসনটিতে লড়াই হবে দ্বিমুখী। এই আসনে আরও দুজন প্রার্থীও রয়েছে।

ঝিনাইদহ-৪ (সদর-কালীগঞ্জ) এই আসনে বিএনপির একজন বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছে ফলে এখানে ত্রীমুখী লড়ায়ের সম্ভাবনা। আসনটিকে মূলত বিএনপি’র আসন হিসেবে ধরা হয়, কারণ এই আসন থেকে বিএনপির দীঘদিন ধরে জয়ের রেকর্ড রয়েছে। গত তিনটি নির্বাচন ছাড়া স্বাধীনতা পববর্তী বাকি সময় ধরে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন, গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, তিনি ঝিনাইদহ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং বিএনপিতে সদ্য যোগদানদানকারী প্রার্থী।

কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বাড়ি না হওয়ায় কালীগঞ্জবাসী তাকে মেনে নিতে পারছেন না । অপরদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বিএনপির ভোট ব্যাংক দখলে রেখেছেন, তাছাড়া আওয়ামী লীগের ভোটও তিনি আশা করছেন।

এছাড়া এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী হয়েছেন একটি মাদ্রাসার সুপার মাও. আবু তালেব, তিনি কালীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর। বিএনপি ভোট দুই ভাগে ভাগ হলে জামায়াত এই আসনটিতে নির্বাচিত হলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। সাধারণ ভোটারদের ধারণা আসনটিতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে সাইফুল ইসলাম ফিরোজের কাপ-পিরিচ এবং মাও. আবু তালিবের দাড়িপাল্লার মধ্যে। এই আসনে রয়েছে ৩লাখ তেত্রিশ হাজার ৪শ’একষট্ট্রি ভোটার।

সমাজের সুশিল বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ঝিনাইদহ ৪টি আসনেই আওয়ামী

লীগের ভোট ব্যাংক বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরদের জয়-পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

ঝিনাইদহে অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে জেলা রিটানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ও পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ আফজাল জানিয়েছেন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। বিশৃঙ্খলা দমনে কয়েক স্তরে আইন শৃঙ্খলা কাজ করছে, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে তারা বদ্ধপরিকর।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে আবারো স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিসে হামলা-ভাংচুর, আহত ৬; পুলিশের নিরবতা

ঝিনাইদহ-৪(কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে একের পর এক স্বতন্ত্র প্রার্থী কাপ-পিরিচ প্রতিকের সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিস ও সমর্থকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাংচুর করা হচ্ছে। ঘটনাটি নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যে পড়লেও পুলিশের নিরব ভুমিকা পালনের অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা সবার প্রতি সমান সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় নলডাঙ্গায় বাজারে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অফিস ভাংচুর করা হয়। এ সময় অফিসে থাকা ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার ও ফিরোজের কর্মী ওয়াজ্জেদ এবং তার ছেলে বাদশা ও আহাদ,ঘড়াশুনি গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে শামীম ও শ্রীমন্তপুর গ্রামের আয়নালের ছেলে জনিকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর নির্বাচনী অফিসে হামলা চালানো হয়।

এসময় অফিসের টেবিল, চেয়ার ও তিনটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। এরপর এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

একই দিন রাতে ৮ জনের একটি দল পৌরসভার হেলাই গ্রামের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের আরেকটি নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। অফিসে থাকা চেয়ারগুলো ভাংচুর করে দ্রুত মোটরসাইকেল যোগে পালিয়ে যায়। অপরদিকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত ৮টার দিকে কালীগঞ্জ উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে বাগবিতন্ডার এক পর্যায়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের করা হয়। এসময় আহত করা হয় ৩জনকে। এছাড়া প্রতিদিন নির্বাচনে এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিছিন্ন ঘটনা ঘটতেই আছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ অভিযোগ করেন, আমার কর্মী-সমর্থকরা সর্বোচ্চ ধৈর্য্যরে পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে আমি মনে করি। নির্বাচন দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই আসার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। প্রশাসনও এক রকম পক্ষ-পাতিত্ব করছে বলে মনে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ধানের শীষ প্রতিকের প্রার্থী রাশেদ খানের মোবাইলে ফোন দিলে তিনি জানান, তার নেতাকর্মী, সমর্থকেরা হামলা-ভাংচুরের সাথে জড়িত নয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী লোকজনই নিজেদের অফিস-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই ভেঙ্গে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নলডাঙ্গায় অবস্থিত অফিস ভাংচুরের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।